৩০-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২০-০১-৮৪ মধুবন

মহাদানী হও, বরদানী হও

আজ, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের মধ্যে পিওরিটির পার্সোনালিটি, সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার রয়্যালটি এবং রূহানী স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার রিয়্যালিটি দেখছেন । তিনি পিওরিটির পার্সোনালিটিতে উজ্জ্বল আলোর ক্রাউনধারী সব বাচ্চাদের দেখছেন । একদিকে সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের সংগঠন দেখছেন, আরেকদিকে বিশ্বের অপ্রাপ্ত আত্মারা যাদের সদা অল্পকালের প্রাপ্তি হলেও কখনো প্রাপ্তিস্বরূপ হয়না । এমনকি সদাসর্বদা তাদের অল্পকালের প্রাপ্তি হলেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তাদের সবসময় কিছু না কিছু চাই । তাদের মনে সদা এই চাই, ওই চাইয়ের বাসনা । সবসময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে । তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে তন, মন, ধন এবং অন্য জনের মাধ্যমে কিছু প্রাপ্তির জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ! বিশেষভাবে তাদের তিনটে জিনিসের প্রতি ইচ্ছা থাকে এবং সেসবের জন্য অনেক মেহনত করে । প্রথমতঃ, তনের জন্য তাদের শক্তি চাই, তারপরে ধনের, পদের এবং বুদ্ধির । দ্বিতীয়তঃ, তারা ভক্তি চায়, তারা যেন অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্যেও প্রকৃতভাবে হৃদয় দিয়ে ভক্তি করতে পারে, ভক্ত আত্মারাও এইরকম ভক্তির ইচ্ছা রাখে । তৃতীয়তঃ, অনেক আত্মারা দ্বাপর থেকে দুঃখ আর নিদারুণ অবস্থার দুনিয়া দেখে দেখে দুঃখ আর অশান্তির কারণে অল্পকালের প্রাপ্তিকে মৃগতৃষ্ণার মতো মনে ক'রে দুঃখের দুনিয়া থেকে, বিকারী এই দুঃখের বন্ধন থেকে তারা মুক্তি চায় । ভক্ত, ভক্তি চায় আর অন্যেরা কেউ শক্তি চায়, কেউ মুক্তি চায় । এইরকম অসন্তুষ্ট আত্মাদের সুখ-শান্তি, পবিত্রতা এবং জ্ঞানের এক আঁজলা দিয়ে প্রাপ্তি করানোর সন্তুষ্টমণিরা কে ? তোমরা? করুণাময় বাবার বাচ্চা তোমরা, তোমাদের জন্য বাবার করুণা হয়, দাতার বাচ্চা হয়ে তোমরা অল্পকালের প্রাপ্তির জন্য "আমার এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই করে অনবরত কেঁদে চলেছো !" এইভাবে তোমরা সব মাস্টার দাতা প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের বিশ্বের আত্মাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয় ? তোমাদের ভাইরা অল্পকালের ইচ্ছাতে লক্ষ্যহীন হয়ে কতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সাহায্য করতে তোমরা উৎসাহ বোধ করো ? দাতার বাচ্চারা নিজের ভাইদের প্রতি দয়া আর ক্ষমার দৃষ্টি দাও । মহাদানী হও, বরদানী হও । দীপ্যমান সন্তুষ্ট মণি হয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট বানাও । আজকাল লোকে সন্তোষী মাকে অনেক ডাকে, কারণ যেখানে সন্তুষ্টি আছে সেখানে প্রাপ্তির অভাব নেই,সন্তুষ্টতার আধারে স্থূল ধনও অঢেল অনুভব করে । যারা সন্তুষ্ট তাদের কাউকে দু'টাকা দিলেও সেটা লাখ টাকার সমান হয় । কেউ হয়তো কোটিপতি কিন্তু সন্তুষ্টি নেই, তখন কোটি কোটি নয়, সে ইচ্ছার ভিখারী । ইচ্ছা অর্থাৎ মর্মপীড়া । ইচ্ছা কখনো তোমাকে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো বানাতে পারেনা, কারণ বিনাশী ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আরও অনেক ইচ্ছার জন্ম দেয়, এইজন্য ইচ্ছার চক্রে মাকড়সার জালের মতো তোমরা আটকা পড়ে যাও । নিস্তার পেতে চাইলেও তোমরা নিস্তার পাওনা । অতএব, এইরকম জালে ফেঁসে থাকা নিজেদের ভাইদের 'বিনাশী ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' বানাও । দৈন্যপীড়িত (পরেশান) হওয়া অর্থাৎ অগৌরবের ভূমিকা (শানের বিরুদ্ধতা) । তোমরা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান, দাতার বাচ্চা এবং সর্বপ্রাপ্তি তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । অমর্যাদাজ্ঞাপক আচরণই মর্মপীড়ার কারণ । এমন আত্মাদের তাদের গৌরবময় শ্রেষ্ঠত্ব দেখাও । বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে ?

তোমরা সব ডবল বিদেশি বাচ্চারা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছ, তাই না ? ফিরে গিয়ে তোমরা কি করবে ? মহাদানী-বরদানী হয়ে সকল আত্মাদের সুখ-শান্তির প্রাপ্তি দ্বারা তাদের ঝুলি

ভরে দিও । এই সঙ্কল্পই তো সাথে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না ! বাচ্চাদের সাহস আর স্নেহ দেখে তাদের নিরন্তর স্নেহের রিটার্ণে বাপদাদা পদমগুন স্নেহ দেন । যারা দূরদেশের তারা তাদের স্বীকৃত হওয়া এবং প্রাপ্তির দ্বারা কাছের হয়ে গেছে এবং দেশবাসী স্বীকৃতি এবং প্রাপ্তি থেকে দূরে থেকে গেছে, এইজন্য সদা ডবল বিদেশি বাচ্চারা প্রাপ্তিস্বরূপের দৃঢ়তা আর সন্তুষ্টির উদ্দীপনায় অবিরাম সামনে এগিয়ে চলো । ভাগ্যবিধাতা সর্বপ্রাপ্তির দাতা সদা তোমাদের সাথে আছেন । আচ্ছা ।

উদারহৃদয় বাবার এমন উদারহৃদয় বাচ্চাদের, যারা সকলকে সন্তুষ্টতার খাজানায় সম্পন্ন বানায়, এমন সন্তুষ্টমণি বাচ্চাদের, যারা সদা প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে সবাইকে প্রাপ্তি করানোর শুভ ভাবনায় থাকে, এমন শুভ চিন্তক বাচ্চাদের, সবাইকে বিনাশী ইচ্ছা থেকে যারা 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' বানায়, এমন সর্ব সমর্থ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা বললেনঃ -
যদি এই গ্রুপের কাউকেও বলা হয় যে "এখানে বসে যাও" , সবাই তোমরা এভাররেডি আছো ? কারও পিছনের কোনো বন্ধন নেই তো, আছে তোমাদের ? এমনও হবে, সময় এলে তখন সবার টিকিট ক্যান্সেল করিয়ে এখানেই বসিয়ে দেওয়া হবে । এই সময়ে কেউ স্যালভেশনও নিতে চাইবে না । তোমাদের মনে আছে সবার, যখন ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হয়েছিলেন, সেই চারদিন তোমরা কিভাবে কাটিয়েছিলে ? থাকার ঘর কি যথেষ্ট বড় ছিলো ? তোমরা কিছু রান্না করেছিলে ? তাহলে চারদিন কিভাবে কেটেছিলো ! বিনাশের দিনও এইভাবেই কেটে যাবে । সেই সময় তোমরা লাভলীন ছিলে, তাই না ! এমনই লাভলীন স্থিতিতে সমাপ্তি হবে । তারপরে এখানকার পাহাড়ের ওপরে থেকে তোমরা তপস্যা করবে । তোমাদের তৃতীয় নয়ন দ্বারা সমগ্র বিনাশ দেখবে তোমরা । এইরকমই নিশ্চিত তোমরা, তাই না ? কোনও চিন্তা নেই তোমাদের, না বাড়ীর, না পরিবারের, না কাজের । সদা নিশ্চিন্ত, কি হবে এমন কোনো প্রশ্ন নেই । যা হবে ভালো হবে । একেই বলা হয়ে থাকে নিশ্চিন্ত হওয়া । হয়তো সেন্টারের ঘরবাড়ী বা ব্যাংক ব্যালেন্স মনে আসতে পারে, কিন্তু কোনকিছু মনে আসা উচিৎ নয়, কারণ প্রকৃত ধন তো তোমাদের আছেই, তাই না ! সেটা তোমাদের বাড়িঘরে লেগেছে অথবা ব্যাংকে রাখা আছে । কিন্তু তোমাদের ধন তো তোমরা পদমগুনে লাভ করবে । সবকিছু তোমরা ইনশিয়র করে নিয়েছ, তাই না ! মাটি তো মাটিই হয়ে যাবে আর তোমাদের ধন পদমগুনে তোমরা পেয়ে যাবে আর কি চাই ! প্রকৃত ধন কখনও ওয়েস্ট হতে পারেনা । বুঝেছো তোমরা ! সদা এইরকম নিশ্চিন্ত থাকো । না জানি পশ্চাতে সেন্টারের কি হবে ! ঘরের কি হবে ! এই কোশ্চেন হবেনা । সফল হয়েই আছে । সফল হবে কি হবে না, এই কোশ্চেন আর থাকবেনা । আগে থেকেই তোমরা তো উইল করে দিয়েছো, তাই না ! যেমন কেউ আগে থেকেই উইল করে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় । তাহলে সবাই তোমরা নিজের প্রতিটা শ্বাস, সঙ্কল্প, সেকেন্ড, সম্পত্তি, শরীর সব উইল করে দিয়েছো, তাই না ! উইল হওয়া জিনিস কখনও নিজের জন্য ইউজ করতে পারবেনা ।

বিনা শ্রীমতে এক সেকেন্ড অথবা এক পয়সাও তোমরা ইউজ করতে পারবে না; সবই পরমাত্মার হয়ে গেছে । সুতরাং, আত্মারা নিজেদের জন্য বা অন্য আত্মাদের জন্য ইউজ করতে পারে না । ডিরেকশন অনুযায়ী ইউজ করতে পারো । নয়তো, আমানতের প্রতি অসৎবৃত্তি করা হয়ে যায় । বিনা ডিরেকশনে তুমি যদি সামান্য ধনও কোনো কাজে ব্যবহার করো, তাহলে সেই ধন সেদিকেই তোমাকে টানবে । ধন মনকে টানবে, আর মন তনকে এবং মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেবে । তাহলে তো উইল করেও এটা

নেওয়াই হলো, তাই না ! ডিরেকশন অনুযায়ী যদি করো তবে কোনো পাপ নেই, কোনও বোঝা নেই; সেসব থেকে তোমরা ফ্রী । ডিরেকশন তো বুঝতে পারো তোমরা, তাই না ? সবকিছুর ডিরেকশন তোমরা পেয়েছো! এটা ক্লিয়ার, তাই তো ? তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হওনা তো ? কোনকিছু করতে বা বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এটা করা উচিৎ কি না করা উচিৎ তা' নিয়ে তোমরা দিশেহারা হওনা, তাই না ? কোথাও যদি সামান্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে যে নিমিত্ত হয়েছে তার থেকে ভেরিফাই করে নাও । অথবা, তোমার স্থিতি পাওয়ারফুল হলে অমৃতবেলার টাচিংই যথার্থ হবে । তোমার মনে মিক্সড অনুভূতি নিয়ে অমৃতবেলায় বোসোনা, বরং প্লেন বুদ্ধিতে অর্থাৎ সহজ-সরল বুদ্ধিতে ব'সো, তখনই টাচিং যথার্থ হবে ।

কোনো কোনো বাচ্চার যখন প্রবলেম আসে তো তারা তখন তাদের মনের মধ্যে নিজেদের ভাব নিয়ে বসে । "এইজন্যই আমার এটা করা উচিৎ, এটাই হওয়া উচিৎ, আমার মতে এটাই ঠিক" . . . অতএব, টাচিংও যথার্থ হবেনা । তখন তারা শুধুমাত্র তাদের মনের সঙ্কল্পের রেসপন্স পায়, এই কারণে কোথাও না কোথাও সাফল্য হয়না । তখন অমৃতবেলায় পাওয়া ডিরেকশনের ব্যাপারে তাদের তালগোল পাকিয়ে যায়, যার ফলে, তারা বুঝতে পারে না কেন এমন কিছু হয়েছে অথবা কেন তারা সাফল্য পায়নি ! যাই হোক, তাদের মনের যে অনুভূতি তারা মিক্সড করেছে, সেই অনুভূতিরই ফল পেয়ে থাকে । তোমার নিজের মনমতের ফল কি পাবে ? শুধুমাত্র বিভ্রান্ত হবে, তাই না ! একেই বলা হয়, নিজের মনের সঙ্কল্পকেই উইল করা অর্থাৎ ইচ্ছাবৃত্তি । আমার সঙ্কল্প এটাই বলে, কিন্তু বাবা কি বলেন ? আচ্ছা!

টিচারদের সাথে: - টিচারদের প্রতি বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা আছে, কারণ তোমরা সমান । বাবাও টিচার আর তোমরাও মাস্টার টিচার । যেমনই হোক, সমান যারা, তারা অতি প্রিয় হয় । অতি উদ্যম-উত্সাহের সাথে সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছ । সবাই তোমরা চক্রবর্তী । চতুর্দিকে পরিক্রমণ করতে তোমরা অনেক আত্মার সম্বন্ধে এসেছো, অনেক আত্মাদের কাছে আনার কাজ করেছো । বাপদাদা খুশি । এইরকমই তো বোধ হয় যে বাপদাদা আমাদের প্রতি খুশি, নাকি মনে হয় এখনো কিছু করা বাকি !তিনি খুশি, কিন্তু তোমাদের তাঁকে আরও খুশি করতে হবে । ভালো মেহনত করছো তোমরা, ভালোবাসার সাথে মেহনত করছো, তাই মেহনত কঠিন বলে বোধ হয় না । সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা সদাই মাথার মুকুট বলেন । তোমরা শিরোভূষণ । বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহ দেখে বাপদাদা উদ্যম-উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সহযোগ দেন । এক কদম বাচ্চাদের, পদম কদম বাবার । যেখানেই হিম্মত সেখানেই উল্লাসের প্রাপ্তি নিজে থেকেই হয় । যখন তোমাদের সাহস থাকে তোমরা বাবার সহায়তা লাভ করো । এই কারণে তোমরা বেপরোয়া বাদশাহ, সেবা করতে থাকো । সফলতা পেতে থাকবে । আচ্ছা -

আবু সম্মেলনে আসা অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎকারঃ (১৩/০২/৮৪)
ডাঃ জেমস জোনাহ্ অ্যাসিস্টেন্স সেক্রেটারি জেনারেল , ইউনাইটেড নেশনস .
বাপদাদা বাচ্চাদের সঙ্কল্পকে দরাজহৃদয়ে সদা সহযোগ দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন । তোমাদের যা সঙ্কল্প আছে, সেই সঙ্কল্পকে সাকারে নিয়ে আসার যোগ্য স্থানে তোমরা পৌঁছে গেছ । এটা বিশ্বাস করো যে এরা সব তোমার সাথী, তোমার সঙ্কল্পকে পূর্ণ করতে সহায়তা করবে ? সদা স্মরণে থাকলে শান্তির অনুভব করতে থাকবে । অতি মধুর সুখময় শান্তির অনুভূতি হতে থাকবে । শান্তিপ্রিয় পরিবারে

তোমরা পৌঁচেছ, সেইজন্যই তোমরা সেবার নিমিত্ত হয়েছো । সেবার নিমিত্ত হওয়ার রিটার্ণে, যখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে সহজ সাফল্যের অনুভব করবে । নিজেকে সদা "আমি শান্তিস্বরূপ আত্মা, আমি শান্তির সাগরের সন্তান, শান্তিপ্রিয় আত্মা" । ক্রমাগত এই স্মৃতিতে থেকে এই অনুভব দ্বারা যারাই সম্পর্কে আসবে,তাদের সন্দেশী (বার্তাবাহক) হয়ে সন্দেশ (বার্তা) দিতে থাকবে । এই অলৌকিক অক্যুপেশন সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করার উপযুক্ত বানাবে এবং সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভব করাতে থাকবে । বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুটোই শ্রেষ্ঠ থাকবে । শান্তির অনুভব করে যোগ্য আত্মা হও । সদা শান্তির সাগরতরঙ্গে ভেসে এগিয়ে চলো ।

যখনই কোনো কাজ কঠিন লাগে তখন শান্তির ফরিস্তাদের সাথে নিজের সম্পর্ক থাকলে কঠিন সহজ হয়ে যাবে । বুঝেছো তোমরা ! তোমরা খুব ভাগ্যবানও বটে ! ভাগ্যবিধাতার এই ধরিত্রীতে পৌঁছানো কোটির মধ্যে কিছু, আর সেই কিছুর মধ্যেও কিছু তোমরা । সুতরাং ভাগ্যবান তো তোমরা হয়েই গেলে । এখন পদ্মাপদম ভাগ্যবান অবশ্যই হতে হবে । লক্ষ্য তো এইরকমই, তাই না ! অবশ্যই তোমরা এমনই হবে, শুধুমাত্র শান্তির ফরিস্তাদের সাথে নিরন্তর তোমাদের সংযোগ রেখে চলো । বিশেষ পার্ট প্লে করা বিশেষ আত্মারাই এখানে পৌঁছায় । ভবিষ্যতেও তোমাদের বিশেষ পার্ট আছে, তোমাদের আরও অগ্রগতির হিসেবে তোমরা তা' জানতে পারবে । এই কাজ তো সফল হয়েই আছে । যারা শুধু তাদের ভাগ্য বানাতে চায়, তাদের জন্য এটা সেবার সাধন । যতই হোক, এটা তো সম্পন্ন হয়েই আছে আর আগেও অনেকবার হয়েছে । তোমাদের সঙ্কল্প খুব ভালো । আর তোমাদের সব সাথীরা, যারা এখান থেকে গেছে, এবং যারা স্নেহী, সহযোগী, তাদেরও স্নেহপুষ্পের সাথে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ দাও ।

ম্যাডাম আনোয়ার সাদাতের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

ইজিপ্টের জন্য সন্দেশ

নিজেদের দেশে ফিরে ধনের ইকনমির পদ্ধতি শেখাও । খুশির সাথে মনে ধনের অনুভূতি হয় আর ধনের ইকনমিই মনের খুশির আধার । এইভাবে তাদের ধনের ইকনমি আর মনের খুশির সাধন দেখাতে পারলে, তারা তোমাদের খুশির ধন ও মনের খুশি দেওয়া খুশির ফরিস্তা অনুভব করবে । সুতরাং, এখন এখান থেকে শান্তি আর খুশির ফরিস্তা হয়ে যাও । এই শান্তিকুণ্ডের অবিনাশী বরদান সদা সাথে রাখো । যখনই কোনো পরিস্থিতি আসবে "আমার বাবা" বললে সেই পরিস্থিতি সহজ হয়ে যাবে । তোমরা জেগে উঠতেই সবার আগে বাবার সাথে সদা মিষ্টি-মধুর কথা বলবে আর সারা দিনের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজেকে চেক করবে বাবার সাথে আছো কিনা ! আর রাতে বাবার সাথেই নিদ্রা যাও, একলা ঘুমিও না, তাহলে সদা বাবার সাথ অনুভব করবে । সবাইকে বাবার বার্তা দিতে থাকবে । তোমরা অনেক সেবা করতে পারো, কারণ তোমাদের অভিপ্রায়, সবাই যেন খুশি, শান্তি পায়, যখনই তোমরা তোমাদের হৃদয়ের ইচ্ছায় কোন কাজ করো, তাতে অবশ্যই তোমাদের সাফল্য প্রাপ্তি হয় । আচ্ছা! ওম্ শান্তি!

বরদানঃ - সকল সম্বন্ধ এক বাবার সাথে জুড়ে মায়াকে বিদায় করে সহজযোগী ভব

যেখানে সম্বন্ধ থাকে সেখানে নিজে থেকেই স্মরণ সহজেই হয়ে যায় । তোমাদের সর্বসম্বন্ধ বাবার সাথে থাকা অর্থাৎ সহজ যোগী হওয়া । তোমরা সহজযোগী হলে সহজভাবে মায়ার বিদায় হয়ে যায় । মায়া যখন বিদায় নেয়, বাবার অভিনন্দন তোমাদের মহা উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । যারা প্রতি পদে পরমাত্মার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ লাভ করতে থাকে, তারা সহজে উড়তে থাকে ।

স্লোগানঃ - সদা বিজি থাকা বিজনেসম্যান হও - তবে প্রতি পদে শতগুনে উপার্জন হবে ।